

বাংলাদেশে মঙ্গা এবং একজন প্রবাসীর কথা

॥আদনান সৈয়দ ॥

শর্ত হল নাম বলা যাবে না। তাই সেই। ভদ্রলোককে কথা দিলাম উনার নামটি অপ্রকাশিত থাকবে এবং তাঁকে আমরা জনাব প্রবাসী হিশেবেই চিনব। প্রিয় পাঠক, আপনারা হয়ত ভাবতে শুরু করেছেন যে আমি হয়ত কন গড ফাদারের সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছি। ঘটনা মোটেও তা নয়। আজ আমি এমন একজন ব্যক্তিত্বের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিতে যাচ্ছি যিনি মানবতার এই দুর্মূল্যের বাজারে এক অসাধারণ নিদর্শন। বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে নিউইয়র্কের ছোট্ট একটি শহরে তিনি বসবাস করছেন। বাংলাদেশে মঙ্গায় মানুষের মৃত্যুর খবর শুনে ভদ্রলোক এক ব্যতিক্রমধর্মী কাজে নিজেকে ঢুকিয়ে রাখছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মঙ্গা দূর না হবে ততদিন পর্যন্ত তিনি টানা নফল রোজা রেখে যাবেন। শুধু রোজা রেখেই তাঁর কাজ শেষ হয় নি। দুপুরেরে খাবারেরে পয়সা বাঁচিয়ে তিনি সে টাকা মঙ্গা দুর্গতদের জন্য দান করছেন। প্রথমদিকে বিষয়টি নিয়ে তিনি কোনভাবেই মুখ খুলতে রাজি হন নি। কিন্তু যখন শুনলেন তাঁর নামটি গোপন থাকবে এবং তাঁর চিন্তার খোরাক থেকে বাংলাদেশের অনেকেই হয়ত উৎসাহিত হতে পারেন তখন তিনি আর আপত্তি করেননি।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে মঙ্গায় মানুষ মারা যাচ্ছে আর সে খবর শুনে আপনি নফল রোজা রাখছেন। বিষয়টা একটু খুলে বলবেন কি?

প্রবাসীঃ বাংলাদেশের মঙ্গার খবর প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় আসছে। মানুষের দুঃখের খবর পড়ি আর মনে মনে ভাবি মানুষ হিশেবে আমার কি কিছুই করার নেই? প্রথম আলোতে জনাব আনিসুল হকের একটা লেখা পড়ে আমার যেন ছোখ খুলে গেল। আমাদের সীমিত আয়ের ভেতরইত আমরা আমাদের হাতটি মঙ্গার জন্য বাড়িয়ে দিতে পারি। এইযে ঈদ গেল, মানুষজন কত টাকা-পয়সাইনা খরচ করল। অথচ এই ঈদের বাজেট থেকে একশ, দু'শ টাকা আলাদা করে মঙ্গা পিড়ীতদের সাহায্য করা কি খুবই কঠিন কাজ?

প্রশ্নঃ তা আপনি রোজা রেখে কিভাবে মঙ্গার জন্য সাহায্য করছেন?

প্রবাসীঃ সত্যিকারের রোজার তাৎপর্যই হল ত্যাগ আর সংযম। রোজা রেখে আপনি অভুক্ত থাকার বেদনাটি বুঝতে পারবেন। যাদের পেটে ভাত নেই, দুধের শিশুর খাবার নেই তারাও কিন্তু আমার-আপনার মত রক্তে-মাংসের মানুষ। অথচ, পেটে ভাত না থাকার যে ব্যথা-যন্ত্রণা, তা আমরা

ক'জনইবা বুঝার চেষ্টা করি? অবশ্য আমার রোজা রাখার ব্যাপারে একটা অর্থনৈতিক কারণও জড়িত। ভেবেছি রোজা রাখব আর দুপুরের খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে বাংলাদেশে মঙ্গার জন্য পাঠাব।

প্রশ্নঃ যদি কিছু মনে না করেন। যতদূর জানি আপনি আমেরিকার একটা ফাস্ট ফুড রেস্টোরাই খুবই সিমিত আয়ের চাকরি করছেন। মঙ্গার জন্য বাংলাদেশে বাড়তি টাকা পাঠাতে আপনার অসুবিধা হয় না?

প্রবাসীঃ সত্যি বলতে কি হয় না। আসলে ইচ্ছেটাই হল সব। আমি যে খুব বড় একটা অংক বাংলাদেশে পাঠাচ্ছি তা কিন্তু নয়। খুবই সামান্য টাকা। তবে মনের আনন্দটা কিন্তু সামান্য নয়। এই সামান্য টাকায় একটা দুধের শিশু পেট ভরে খেতে পারবে - এটা ভাবতেই আমার অনেক ভালো লাগে।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের এই মঙ্গার জন্য আপনি কাকে দায়ী করছেন?

প্রবাসীঃ এর জন্য অবশ্যই দুর্নীতিবাজ আমলা, রাজনীতিবিদ আর দুর্বল প্রসাশন দায়ী। আমাদের দেশের মন্ত্রী-এমপি, রাজনীতিবিদরা নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকেন যে সাধারণ মানুষদের জন্য ভাববার তাদের সময় থাকে না। শুধু ভোটের সময়ই গরিব জনগণের কথা তাদের মনে পড়ে। আর আমরা সবাই যেন ধীরে ধীরে খুবই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি। মানুষের পাশেইত মানুষের থাকার কথা? আমরা আমাদের পাশের বাড়ির গরিব প্রতিবেশির কথা, গরিব আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্যের কথা ক্রমেই যেন ভুলে যাচ্ছি।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের মানুষের জন্য আপনার কোন বক্তব্য?

প্রবাসীঃ যে জাতি ভাষার জন্য রক্ত দেয়, একটা দেশ স্বাধীন করে ফেলে সে জাতি নিয়ে অবশ্যই আমি আশাবাদি। আমি নিশ্চিত যে আমাদের ন্যায়, নীতি, সততা আর মানবতার বোধ দিয়ে আমরা যে কন কঠিন সমস্যাকে জয় করতে পারব। বাংলাদেশের মত একটা গরিব দেশের জন্য বিলাসিতা, অপচয় একদম মানায় না। সামনেই আরেকটি ঈদ আসছে। এই ঈদে শুরু হয়ে যাবে কে কত বেশি দামে কুরবানির গরুটি কিনলেন তারই এক বিভৎস প্রতিযোগিতা। অথচ ইচ্ছে থাকলে এই কোরবানির বাজেট থেকেই কিন্তু আমরা মঙ্গার জন্য একটা অর্থ আলাদা করে রাখতে পারি। বিষয়টা বিবেচনা করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ করছি।

(সাক্ষাৎকার গ্রহন, ২০/১১/২০০৫, নিউইয়র্ক)